দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

মতবিনিময় সভায় ভিসি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীদের জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। সেসঙ্গে আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নতুনভাবে যুক্ত হতে পারবে। এতসংখ্যক রেগুলার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের আর কোথাও নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খুব শিগগিরই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সকলের সুচিন্তিত মতামত ও সহযোগিতা পেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। গত ৯ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান একথা বলেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক, পরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক ও উন্নয়নমূলক সংস্কার কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দিক তুলে ধরে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজসমূহের একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। সিলেবাস ও কোর্স নির্ধারণ, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মূল্যায়ন, আধুনীকরণ, কলেজ শিক্ষকদের বুনিয়াদি ও গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ দান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও ডিগ্রী প্রদানসহ কলেজ শিক্ষার যাবতীয় বিষয়ের ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। তিনি সংবাদ সম্মেলনে আরো বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের জন্য চাই সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা, সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, সৃজনশীল উদ্যোগ আর সুবিন্যস্ত ও সুসমন্বিত কর্মব্যবস্থাপনা। রাশিদুল হাসান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমও তুলে ধরে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কিছু যুগান্তকারী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশের অনুকরণীয় বিদ্যাপীঠ হিসেবে সকলের কাছে নন্দিত হবে।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

এগুলো হচ্ছে- ক. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আইসিটি কোর্স প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্প, খ. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ, গ. অগ্রসর শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য আগারগাঁও এ প্লট বরাদ্দ, ঘ. মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ, ঙ. প্রস্তাবিত পরীক্ষা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ, চ. ভবন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, ছ. লাইব্রেরী অটোমেশন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, ব্যয় নীতিমালা প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ, কলেজ অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর